অমৃতা বার্তা

উৎসব সংখ্যা ১৪৩২

সুলেখা কালি - স্বদেশী ঐতিহ্য, খাদি প্রতিষ্ঠান এবং সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

ডঃ শেখর কুমার শেঠ

পঞ্চাশ-ষাট-সত্তরের দশকে বিদ্যালয়-কলেজের ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক ও সাধারণ মানুষের কাছে কলম বা পেন দিয়ে লেখার জন্য ফউন্টেন পেন (ঝর্ণা কলম) ও কালি হিসাবে সুলেখা কালি ছিল খুবই জনপ্রিয়। সোদপুর ও যাদবপুরে ছিল এই কালি তৈরির কারখানা। এই কালির সঙ্গে স্বদেশী যুগের এক ইতিহাস জড়িয়ে আছে।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, বিদেশি দ্রব্য বর্জন, স্বদেশী উদ্যোগ ও পণ্যের ব্যবহার যেন স্বদেশ প্রেমের প্রতীক হয়ে ওঠে। ১৯০৫ এর আগেই স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র ভারতবর্ষকে স্বাদেশিকতা ও স্বদেশ প্রেমের দীপবর্তিকা জালিয়ে উদ্বদ্ধ করে তোলেন। সেই সঙ্গে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় শিক্ষিত বাঙালিদের স্বদেশী শিল্পে উৎসাহিত করেন। তাঁর প্রেরণাতে অনেক স্বদেশী শিল্প গড়ে ওঠে। বেশ কিছু স্বদেশী উদ্যোগ গড়ে পানিহাটি সোদপুর অঞ্চলে যার অন্যতম বেঙ্গল কেমিক্যাল। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র ও মহাত্মা গান্ধী নেতৃত্বে চরকা ও খাদি প্রচারের মাধ্যমে স্বদেশী দ্রব্যের প্রসারে সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। চরকা, কুটির, হস্তশিল্প, খাদির দ্রব্য উদ্ভাবন ও বিক্রির জন্য এই প্রতিষ্ঠান সমগ্র অভিবক্ত বাংলায় অগ্রণী ভূমিকা ও প্রসিদ্ধি লাভ করে। সেই সময়ে ফাউন্টেন পেন এর কালি আসতো বিলেত থেকে। বিলেতি পণ্যের বর্জন করার জন্য দরকার ভালো কালি। এর জন্য সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তর ওপরই গান্ধীজি ভরসা করলেন। সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত ছিলেন এক বিরল প্রতিভাধর ব্যাক্তি। তিনি বিশেষ করে গ্রামের গরীব মানুষের ব্যবহারের জন্য নানা দ্রব্য উদ্ভাবন করেন।

১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মহাত্মা গান্ধীর সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তকে লেখা পরপর চিঠিতে স্বদেশী কালির প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। ৭ তারিখের চিঠিতে গান্ধীজি জানান যে তিনি সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের পাঠানো কালির বোতল পেয়েছেন। ৮ তারিখের চিঠিতে গঠনমূলক কর্মীদের কথা বলেন, কত পরিমাণ কালি তৈরি হয়েছে তার খোঁজ নিয়েছেন, ১৭ তারিখের চিঠিতে লিখলেন "আমি তোমার কালি ব্যবহার শুরু করেছি"। এই চিঠি গুলোতে সতীশচন্দ্রও খাদি প্রতিষ্ঠানের ওপর গান্ধীজির আস্থা ও নির্ভরতার দিকটিও সুস্পষ্ট ধরা পরে। সেই সময়ে কৃষ্ণধারা নামে কালিটি খাদি প্রাতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিক্রয় কেন্দ্র থেকে বিক্রিও হতে থাকে। এই চিঠি গুলিতে পেনের কালি ছাড়াও সুখনো দুধ, হরিজন কল্যাণ, চামড়া জাত দ্রব্য, গ্রামের স্বাস্থ্য কর্মীদের জন্য বই লেখার অগ্রগতি জানতে চেয়ে গান্ধীজির সতীশবাবুর নির্ভরতা ও

আস্থার গভীরতা প্রকাশ পায়। সেই সঙ্গে খাদি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকার পরিলক্ষিত হয়।

সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তকে লেখা গান্ধীজির চিঠি -

৭ ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪ ঃ-

DEAR SATISBABU,

I have your several letters as also the ink-bottle. I must report to you on the ink later on. Did you prepare it specially for me, or did you prepare it for the general market ?

What about Kshitishbabu's experiment in dried milk? I wonder if he has received my letter 1 sent through you. So far as I am aware he has been silent.

Have you yet got charge of the Harijan office? You have asked me for suggestions about welfare scheme for Bengal Harijans. I can't think of anything special. You must, therefore, refer to Harijan for whatever I had said, and adopt with necssary modifications whatever you may find to be suitable thre. Of course your problem is somewhat different from the problem elsewhere. You will carefuly syudy the article I have sent to Harijan on tanning.

Are you making progress with your "Guide for Village Workers" on treatment of simple diseases and accident?

In Onward I see an advertisement on strawboards manufactured by Kuver Board Limited, Mill Department, 84 Clive Street, Calcutta. The advertisement says it is manufactured through Indian capital, Indian labour and Indian material. What are these strawboards? Are they of any use for Yeravda Charkha ?

৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪ ঃ-

DEAR SATISBABU,

.....I have drawn up a statement which I propose to discuss with the Working Committee. You will know the result in due time. The thing that is deeper than the corruption is the fuundamental differences between many Congrees men and myself. ....**Let the constructive workers go on with their work.** Constructive workers must not touch any newspaper enterprise, and certainly not at this time. Nor do I agree with you that a paper with blanced viewws is required at this time. ...

How much ink have you prepared? What is the use of distributting thing gratis unless it is for advertisement?

I hope Hemprabha is going on well.

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪ ঃ-

DEAR SATISBABU,

.... **I have commenced using your ink.** It promises to give satisfaction, but I must gain more experience of it. Mahadev is, however, conducting a more critical examination. .....

১৯৩৪ সালে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা স্বদেশী কালি সুলেখার আত্ম প্রকাশ। সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলী - ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত স্মৃতিচারণে সুলেখা কালির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ননীগোপাল মৈত্রেয়ের লেখায় এই স্বদেশী কালির আবিস্কারক সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুত স্বদেশী আন্দোলনের ভাবধার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সুলেখা কালি।

"ছাত্রজীবনে আমাদের উপরে মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব পড়েছিল সব চেয়ে বেশী। তাঁরই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা 'চরকা সমিতি' নামে এক সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলাম। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মহাপ্রয়াণের পর ১৯২৫ সালে যখন গান্ধীজি অধুনা বাংলাদেশ অন্তর্গত উত্তর বাংলার রাজসাহী শহরে পদার্পণ করেন তখন তাঁর একনিষ্ঠ অনুগামী সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। তিনি আমাদের সমিতির কাজকর্ম দেখে খুবই সন্তুষ্ট হন এবং আমাদের কাজে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার উদ্দেশ্যে খাদিবস্ত্র বিক্রয়ের উপর খাদি প্রতিষ্ঠান থেকে শতকরা পনের টাকা হিসাবে কমিশনের ব্যবস্থা করে দেন। ..... আমরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে খদ্দর বিক্রী করতাম এবং তার উপরে যে-কমিশন পেতাম তা দিয়ে সমাজ সেবার কাজ চালাতাম। এরপর সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত আচার্য প্রফুল্ল রায়ের প্রতিষ্ঠিত আত্রাই রিলিফ সোসাইটি থেকেও বিনামূল্যে ষোলটি চরকা আমাদেরকে পাইয়ে দিয়েছিলেন। ... আমরা সমিতির ঘরে প্রতিদিন চরকা কাটার ব্যবস্থা করেছিলাম এবং চরকায় কাটা সুতো থেকে কাপড় বুনিয়ে তা বিক্রী করতাম। এ থেকেও সমিতির আয় হতো। এই ভাবে আমাদের জীবনের গোড়াতেই সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আমাদের সমিতির যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি পদার্পণ করে গেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য **ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, রাজা গোপাল আচারি, শ্যামসুন্দর গুপ্ত, যমুনালাল বাজাজ, সুভাষচন্দ্র বসু, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য। তাদের উৎসাহ পেয়ে ধন্য হয়েছি। যমুনালাল বাজাজ ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য সমিতিকে অর্থ সাহায্যও করেছেন।** আমাদের এই সমাজসেবার কাজে সর্বোপরি প্রেরণা পেয়েছি সতীশ দাস গুপ্তের কাছ থেকে।

১৯৩০ সালে যখন আইন অমান্য আন্দোলন ও লবণ সত্যাগ্রহের ডাক এলো, আমার অগ্রজ শঙ্করাচার্য মৈত্র

সাতজন সত্যাগ্রহী নিয়ে উত্তর বাংলা থেকে পদব্রজে উত্তর চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত মহিষবাথানে রওনা হলেন যেখানে সতীশ দাসগুপ্তের নেতৃত্বে লবণ আইন ভঙ্গ করা হচ্ছিল। শঙ্করাচার্য তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে এই মহাযজ্ঞে যোগ দিয়ে পুলিশের অকথ্য ভঙ্গ করা হচ্ছিল। শঙ্করাচার্য তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে এই মহাযজ্ঞে যোগ দিয়ে পুলিশের অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেন ও কারাবরণ করেন। শঙ্করাচার্য বার-বার কারাবরণ করেছিলেন। এক সময়ে তিনি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে কিছুদিন সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের সহেগ ছিলেন।

১৯৩২ সালে আমিও স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিই। এই সময় কিছুদিন আমাকে অজ্ঞাত বাসে কাটাতে হয়, কিন্তু তার মধ্যেও সতীশচন্দ্র ও খাদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। খাদি প্রতিষ্ঠান থেকে সাইক্লোস্টাইল মেশিন আনিয়ে আমরা গোপনে 'সত্যাগ্রহ ও সংগ্রাম' নামে সাময়িক পত্র ছাপিয়ে সাধারণের মধ্যে বিলি করতাম। পরে আমি ধরা পড়ে রাজসাহী জেলে আটক থাকি এবং সেখান থেকে দমদম জেলে স্থানান্তরিত হই। এখানে আমরা দুই ভাই বেশ কিছুদিন একসঙ্গে কাটিয়েছি।

জেল থেকে মুক্তি পাবার খাদি প্রদি প্রতিষ্ঠানে গিয়ে সতীশ দাসগুপ্তের সঙ্গে দেখা করি। সেই সময় স্বাধীনতা সংগ্রামের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে দেশে বিদেশী দ্রব্য বর্জন আন্দোলন চলছিল। এই আন্দোলনের সময়ে অনেক স্বদেশী শিল্প কারখানা বাংলাদেশে স্থাপিত হয়েছিল। বিশেষ করে যেসব জিনিষ বিদেশ থেকে আসতো সেইসব জিনিষ দেশে তৈরী করতে অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামীই এগিয়ে এসেছিলেন। গান্ধীজির নির্দেশে সতীশ দাসগুপ্তও ফাউন্টেন পেন কালি নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন। তিনি খাদিপ্রতিষ্ঠান থেকে 'কৃষ্ণধারা' নামে কালিও বের করেছিলেন এবং ফাউন্টেন পেন কালি তৈরী বিষয়ে একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করেছিলেন।

আমরা তাঁর সাথে দেখা করলে তিনি আমাদেরকে কালি তৈরী করতে উৎসাহিত করলেন। তাঁর অনুপ্রেরণা পেয়ে আমরাও কালি তৈরী করতে লেগে গেলাম। এ ব্যাপারে আমরা যখনই তাঁর পরামর্শ চেয়েছি, তিনি নিঃসঙ্কোচে তা দিয়েছেন। আজ সুলেখা কালির সাফল্যে কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করছি। সুলেখা কালির নামও তাঁরই দেওয়া। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি আমাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেছিলেন। সম্ভবতঃ আমাদের জন্যই তিনি বৃদ্ধ বয়সেও কালির উপরে চিন্তাভাবনা করে গেছেন এবং অনেক সময়েই তাঁর পরামর্শ দিয়ে গেছেন। সুলেখার প্রতিষ্ঠা দিবসের বার্ষিক অনুষ্ঠানেও তিনি যাদবপুর কারখানায় এসে পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদান করে কারখানার কর্মীদের কাছে তাঁর অমূল্য ভাষণ দিয়ে গেছেন। সেই স্মৃতিও অবিস্মরণীয়।

আমার অগ্রজ শঙ্করাচার্য সোদপুরে গান্ধী আশ্রমে বহুদিন কাটিয়েছেন। গান্ধীজি বাংলাদেশে যখন যেখানে এসেছেন, সেখানেই সতীশচন্দ্র তাঁর বক্তৃতা সুললিত ভাষায় অনুবাদ করতেন। সম্ভব হলেই আমরা সেই সব সভায় উপস্থিত হয়েছি। কলকাতায় এলে গান্ধীজি সোদপুরেই উঠতেন। আমরা প্রায়ই সেখানে যেতাম। সতীশচন্দ্র সর্ব বিষয়েই গান্ধীজিকে অনুসরণ করে চলতেন, এমনকি পোষাক পরিচ্ছদেও। গান্ধীজির অধিকাংশ লেখাই তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছেন। এ ছাড়া তিনি বহু পুস্তকও লিখে গেছেন যা অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে। গান্ধিজির ইংরাজী 'হরিজন' পত্রিকা খাদি প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়মিত ভাবে বাংলায় প্রকাশিত হতো। আমাদের ছাত্রজীবনে তা ছিল বিশেষ আকর্ষণীয়। তিনি 'রাষ্ট্রবাণী' নামেও সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেছিলেন। সর্বক্ষেত্রেই তার প্রতিভার প্রকাশ দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। বিশেষ করে গান্ধীজিকে অনুকরণ করে চলতে এরকম আর কাউকে আমি দেখিনি। সার্থক ভাবেই তিনি 'বাংলার গান্ধী' নামে পরিচিত ছিলেন, যদিও গান্ধীজির নির্দেশে পরবর্তীকালে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন।

তাঁর সাথে যোগসূত্রে তাঁর ট্যাংরার চামড়ার কারখানাতেও আমরা গিয়েছি। এরপর বাঁকুড়ার গোগড়া কৃষিখামারেও গিয়ে তাঁর কর্মকাণ্ড দেখে বিস্মিত হয়েছি। ওখানে তিনি ঘুরে ঘুরে আমাদেরকে সব দেখিয়েছেন এবং ভবিষ্য? পরিকল্পনা বিষয়ে আমাদেরকে অবহিত করেছেন। সেই সময় তাঁকে অতি সরল জীবন যাপন করতে দেখেছি।

তাঁর হাজার কাজের মধ্যেও সতীশচন্দ্র আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন, অনেক সময় চিঠি লিখে ডেকে পাঠাতেন। আমরা আলীপুরে তাঁর মেয়ের বাড়ীতেও দেখা করেছি। কাঁশীপুরের সরকারী ফ্ল্যাটে বাড়ীতে গিয়েও তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁর ব্যবহারে আমরা যে ভালোবাসা পেয়েছি তা ভুলতে পারি না। শতবর্ষে পদার্পণ করার পর

তাঁর সম্মানার্থে কলকাতার মৌলালিতে যে সভা ডাকা হয়েছিল সুলেখার কারখানায় স্বর্গত শঙ্করাচার্যের সঙ্গে তোলা তাঁর ফটো তাঁকে উৎসর্গ করেছি, তিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। শতবর্ষ পূর্ণ হওয়ার আগেই তিনি ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন, রেখে গেছেন তাঁর অমর স্মৃতি ও প্রেরণা। ভক্তি, কর্ম ও জ্ঞানযোগের সমন্বয় দেখেছি তর মধ্যে। তাঁকে জানাই আমার শতসহস্র কোটি প্রণাম।"

১৯৩৪ সালে সুলেখা ওয়ার্কসের যাত্রা শুরু হয় রাজশাহী, বাংলাদেশে। ১৯৩৯ সালে প্রতিষ্ঠানটি কসবায় চলে যায়। ১৯৪৬ সালে কোম্পানিটি যাদবপুরে স্থানান্তরিত হয়ে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৫২ সালে একটি বড় বাগানবাড়ি কেনার পর সোদপুরে দ্বিতীয় একটি কারখানা চালু করা হয়। সোদপুরের কারখানা ৮০ এর দশকে অবশ্য বন্ধ হয়ে যায়। স্বনির্ভরতা ও স্বদেশিয়ানার এক প্রতীক স্বরূপ সুলেখা কালি ও তার সঙ্গে খাদি প্রতিষ্ঠান, সতীশচন্দ্রদাসগুপ্তও তাঁর ভাই ক্ষিতিশ চন্দ্র দাস গুপ্ত, ননীগোপাল মৈত্র, শঙ্করাচার্য মৈত্র, তাঁদের পরিবারের সকলের প্রতি সোদপুর খাদি প্রাতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বরণ করি। সুলেখা কালির মহাত্মা গান্ধীর ছবি সহ বিজ্ঞাপনে সতীশচন্দ্রদাস গুপ্তের সম্বন্ধেও উল্লেখ আছে।

ঐতিহ্যপূর্ণ পানিহাটিকে জানতে হলে, ডঃ শেখর কুমার শেঠ রচিত বইটি আপনাকে পড়তেই হবে।

সম্পূর্ণ রঙীন-ঐতিহ্যময় পুণ্যভূমি পানিহাটি দর্শন

মূল্য—৫০ টাকা মাত্র

বইটি পাওয়া যাবে অমৃতা বার্তা পত্রিকার ... দপ্তর /
পানিশিলা, কলকাতা—১১২ **(M): 09051231726**
শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম, আগড়পাড়া, কোলকাতা—৫৮
(Ph): 033-2553-1208/07278481076
ইসকন পানিহাটি, কোলকাতা —১১৪
(Ph): 033-2523-5613
কাঠিয়াবাবা আশ্রম, সুখচর, কোলকাতা —১১৫
(Ph): 033-25632017/09433110060
ভবার মহাশক্তির আশ্রম, সুখচর, কোলকাতা —১১৫
(M): 09432669084
গোমস বুক, সুখচর, রাজা রোড, কোলকাতা —১১৫
সরকার বুক স্টল, ২নং প্লাটফর্ম, সোদপুর, কোলকাতা—১১০

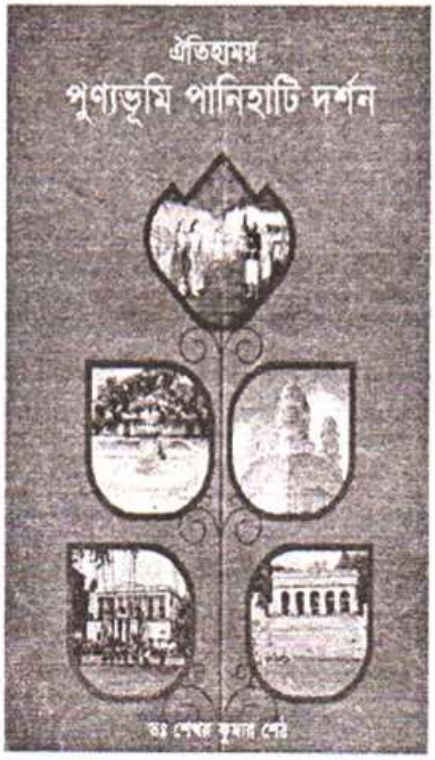

অমৃতা বার্তা পত্রিকার সৌজন্যে প্রচারিত